মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২১৩৫

পর্ব-৮: কুরআনের মর্যাদা (كتاب فضائل القرآن)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح

বাংলা

২১৩৫-[২৭] ’আবদুল্লাহ ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে পেটে কুরআনের কিছু নেই তা শূন্য (ধ্বংসপ্রাপ্ত) ঘরের মতো। (তিরমিযী ও দারিমী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ২৯১৩, আহমাদ ১৯৪৭, দারিমী ৩৩৪৯, মুসতাদারাক লিল হাকিম ২০৩৭, রিয়াযুস্ সলিহীন ১০০৭, য‘ঈফ আত্ তারগীব ৮৭১, য‘ঈফ আল জামি‘ ১৫২৪। কারণ এর সানাদে ত্ববুস ইবনু আবী যব্ইয়ান একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: যার পেটে কুরআনের কিছু নেই, এখানে পেট মানে অন্তর। একে তুলনা করা হয়েছে বিধ্বস্ত বাড়ি বা একটি ধ্বংসস্তুপের সাথে। কারণ কলব বা অন্তরের ইমারত হলো ঈমান ও তিলাওয়াতুল কুরআন। এর অঙ্গশয্যা হলো কুরআনের মধ্যে চিন্তা গবেষণা করা।

অন্তরে যখন কুরআন থাকবে তা হবে ঐ অন্তরের কাঠামো গঠক এবং কুরআনের পরিমাণ অনুযায়ী সৌন্দর্য বর্ধনকারী। কুরআন যত বেশি থাকবে অন্তর তত সুশোভিত হবে। একজন মুসলিমের জন্য যা দরকার ন্যূনতম

পরিমাণের এতটুকু কুরআন যদি তার অন্তরে না থাকে তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহব্বত, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি শূন্য হয়ে সে যেন একটি বিধ্বস্ত ইমারতের ন্যায় হয়ে যায়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56695

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন